গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ

<u>বর্তমান সরকারের ২ বছরের অর্জিত সাফল্য</u>

২০০৮ সালের ৩১ মার্চ প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সেতু বিভাগ নামে আলাদা একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এ বিভাগের মূল কাজ হলো ১৫০০ মিটার ও তদুর্ধ দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।

২। একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এ দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্ববর্তী মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালীন তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৯৮ সালের জুন মাসে ৩৭৪৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪.৮ কি.মি. দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কাজ সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে পার্শ্ববর্তী বাণিজ্যিক এলাকা মুন্সীগঞ্জ জেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ১৫২১ মি. দীর্ঘ মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু নির্মাণ করা হয়। এ দু'টি সেতু দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

<u>পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প:</u>

৩। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা স্থানে পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ১৩ দিনের মাথায় ১৯/১/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে নিয়োজিত ডিজাইন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে সেতু এবং নদীশাসনসহ প্রকল্পের বিভিন্ন উপাঙ্গের বিসত্মারিত ডিজাইন চূড়ান্ত করেছে। চূড়ান্ত ডিজাই অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যয় দাড়িয়েছে ২.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ ২৩৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের অঙ্গীকার করেছে। তবে বিশ্বব্যাংক আরও অতিরিক্ত ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ঋণ প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ৪ জুলাই
মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রসত্মর স্থাপন করেন।

৪। নির্মাণ কাজের ঠিকাদার নিয়োগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের পর আগামী জুলাই/আগস্ট'২০১১ নাগাদ পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করে বর্তমান সরকারের মেয়াদকাল অর্থাৎ ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে সেতু বিভাগ আশাবাদী।

৫। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে প্রস্তাবিত পদ্মা সেতু এশিয়ান হাইওয়ে AH-1 এ অবস্থিত হওয়ায় এ সেতু বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থাসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ সেতু বাস্তবায়িত হলে জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২% বৃদ্ধি পেতে পারে, যা দারিদ্র নিরসন এবং দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka Elevated Expressway PPP প্রকল্প:

৬। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনকল্পে সরকার প্রায় ২৬ কি.মি. দীর্ঘ Dhaka Elevated Expressway নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে ১৭/৬/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় প্রকল্পটি বেসরকারী বিনিয়োগ নির্দেশিকা অনুসরণে ''বেসরকারী অবকাঠামো প্রকল্প'' হিসাবে তালিকাভূক্তকরণের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের জন্য বিনিয়োগকারী (Investors) নিয়োগে pre-qualifications কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তাব অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২০/১০/২০০৯ তারিখের সভায় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিনিয়োগকারী নিয়োগে pre-qualification এর জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ৯টি প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নের মাধ্যমে ৪টি প্রতিষ্ঠান প্রাকযোগ্য বিবেচিত হয়। মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক রম্নট এ্যালাইনমেন্ট চূড়ামত্ম হওয়ার পর ৪টি প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP ইস্যু করা হলে ২টি প্রতিষ্ঠান প্রসত্মাব দাখিল করে। কারিগরী মূল্যায়নে একটি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ Italian Thai Development Company Ltd. কৃতকার্য হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রসত্মাব মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। জানুয়ারি'১১ মাসে বিনিয়োগকারীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করত: এপ্রিল'১১ মাসে বহুল প্রত্যাশিত Dhaka Elevated Expressway এর নির্মাণ কাজ শুরম্ন করে বর্তমান সরকারের মেয়াদকাল অর্থাৎ ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

নে

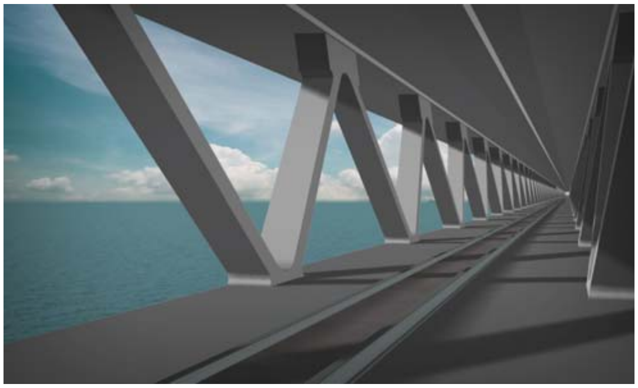

দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প:

৭। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির যাতায়াত ব্যবস্থাসহ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় এনে পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থানে প্রায় ৬ কি.মি. দীর্ঘ ২য় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ১.৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের Preliminary

Development Project Proposal (PDPP) ২৬/৮/২০০৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। প্রয়োজনীয় বৈদেশিক অর্থের যোগান সাপেক্ষে যথাসময়ে এ সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বেকুটিয়া সেতু:

৮। বরিশাল ও খুলনা বিভাগের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে পিরোজপুর-ঝালকাঠি সড়কে কচা নদীর ওপর প্রায় ১.৫০ কি.মি. দীর্ঘ বেকুটিয়া সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৪৬৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের পিডিপিপি গত ১/৭/২০০৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। এ সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ হিসেবে চলতি অর্থবছরে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে যথাসময়ে সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

ঢাকার জাহাঙ্গীর গেইট হতে রোকেয়া সরণী এবং কর্ণফুলি নদীতে টানেল নির্মাণ:

৯। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের জন্য জাহাঙ্গীর গেইট হতে রোকেয়া সরণী পর্যন্ত প্রায় ১.০০ কি.মি. দীর্ঘ এবং চট্রগ্রাম শহরের এক অংশের সাথে অপর অংশের যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে কর্ণফুলি নদীতে প্রায় ২ কি.মি. দীর্ঘ টানেল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। টানেল দু'টি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে চলতি অর্থবছরে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় বৈদেশিক অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে যথাসময়ে নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বঙ্গাবন্ধু সেতু এলাকার সৌন্দর্য বর্ধন :

১০। বঙ্গাবন্ধু সেতু এলাকায় দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্য বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সমগ্র এলাকার সৌন্দর্য বর্ধনসহ সেতু এলাকার ভবিষ্যত মহা-পরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে খসড়া Master Plan দাখিল করেছে।

বঙ্গাবন্ধু সেতু এলাকায় জাতির জনকের প্রতিকৃতি স্থাপন :

১১। বঙ্গাবন্ধু সেতুর পূর্ব পার্শ্বে জাতির জনকের প্রতিকৃতি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজে ইতোমধ্যে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে।

অন্যান্য প্রকল্প:

১২। দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের অধীনে আরও নতুন সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল সেতু বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে নিম্নলিখিত স্থানে সমীক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে:

- বরিশাল-ঝালকাঠি-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর সড়কে
- পটুয়াখালি-আমতলী-বরগুনা-কাকচইড়া সড়কে
- কচুয়া-বেতাগি-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে
- লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে
- মেহেন্দীগঞ্জ-বরিশাল সড়কে
- পিরোজপুর-বাগেরহাট সড়কে
- কুড়িগ্রাম-গাইবান্ধা-সিরাজগঞ্জ সড়কে ২য় তিসত্মা সেতু

- রহমতপুর-হিজলাকক সড়কে আড়িয়ালখা নদীর উপর সেতু
- ভোলা বাসস্ট্যান্ড-লাহারহাট সড়কে কালাবদর নদীতে সেতু

১৩। <u>বিগত ২ বছরে সেতু বিভাগের অর্জিত সাফল্যসমূহ</u>

- বর্তমান সরকারের আমলে মন্ত্রিসভা বৈঠকের অনুমোদনক্রমে মহান জাতীয় সংসদে পাসের মাধ্যমে সেতু বিভাগ অধীনস্থ সংস্থা যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নাম পরিবর্তন করে ''বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ'' নামকরণ করা হয় এবং ৬/১০/২০০৯ তারিখে এ সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়।

- বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র তের দিনের মাথায় ১৯/১/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২৯/১/২০০৯ তারিখে ডিজাইন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং ২/২/২০০৯ তারিখ হতে বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়নের কাজ শুরু হয়।

- পদ্মা সেতু প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে ৮/৪/২০০৯ তারিখে ''পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯'' জারী করা হয়।

- পদ্মা সেতু বাসত্মবায়নে Main Bridge, Approach Road, Bridge End Facilities, River Training Works (RTW) এর বিসত্মারিত ডিজাইন চূড়ামত্ম করা হয়েছে।

- প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাসত্মবায়নে ১১ টি ভলিউম সমন্বয়ে প্রণীত Safeguard policy এর উপর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে তা প্রজ্ঞাপন আকারে জারী করা হয়।

- ক্ষতিগ্রসত্মদের পুনর্বাসনে ৩টি পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এর মধ্যে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা-১এর আওতায় ৪টি পুনর্বাসন এলাকার মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এসব এলাকায় বর্তমানে রাসত্মাঘাট, ইউটিলিটি সার্ভিস ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ কাজ চলছে।

- মূল সেতু ও নদীশাসন কাজের জন্য মাওয়া ও জাজিরা উভয় পয়েন্টে কনষ্ট্রাকশন ইয়ার্ড স্থাপনের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করত: কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

- পদ্মা সেতু নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ২.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমান সরকারের আমলে এ সেতু বাসত্মবায়নে বৈদেশিক অর্থায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ২/১০/২০১০ তারিখের বোর্ড সভায় ১৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে ২৫/১১/২০১০ তারিখে বোর্ড সভায় ৬১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরকালে জাপান সরকার পদ্মা সেতুর জন্য ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের আনুষ্ঠানিক ঘোষনা দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রম্নত ১২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারসহ মোট ১.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তার আশ্বাস পাওয়া গেছে।

- ঠিকাদার নিয়োগেও কিছুটা সাফল্য অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতাধীন মূল সেতু নির্মাণে বিশ্বব্যাংকের সুপারিশ অনুযায়ী পুনরায় প্রি-কোয়ালিফিকেশন টেন্ডার আহবান করা হয় এবং নির্ধারিত সময়সীমা ২৪/১১/২০১০ তারিখে মোট ১০ টি প্রসত্মাব পাওয়া যায়, যা বর্তমানে মূল্যায়নের কাজ চলছে। নদীশাসন কাজে ঠিকাদার নিয়োগে প্রাক-যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত সময় ৭/১০/২০১০ তারিখে মোট ১১ টি প্রসত্মাব পাওয়া যায়, যার মূল্যায়ন শেষের দিকে। জাজিরা পাড়ের সংযোগ সড়কের জন্যও প্রি-কোয়ালিফিকেশন টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। প্রসত্মাব দাখিলের সর্বশেষ তারিখ ২৩/১২/২০১০।

- প্রকল্পটি দ্রম্নত বাসত্মবায়নের লক্ষ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০/৮/২০০৯ তারিখের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২০/১০/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রামত্ম মন্ত্রিসভা কমিটি Bangladesh Private Sector Infrastructure

Guidelines এর বিভিন্ন ধাপগুলো অনুসরণ হতে অব্যাহতি প্রদান এবং সরাসরি বিনিয়োগকারী নিয়োগে প্রাক-যোগ্যতা কার্যক্রম শুরু করার জন্য সেতু বিভাগকে অনুমতি দেয়।

- বিনিয়োগকারী নিয়োগে pre-qualification এর জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ৯টি প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাব পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নের মাধ্যমে ৪টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান প্রাকযোগ্য বিবেচিত হয়।

- মন্ত্রিসভা কমিটির ২৩/৮/২০১০ তারিখের বৈঠকে ''শাহজাহাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-কুড়িল-বনানী-মহাখালী-তেজগাঁও-সাতরাস্তা- মগবাজার রেল করিডোর-খিলগাঁও-কমলাপুর-গোলাপবাগ-ঢাকা চট্টগ্রাম রোড (কুতুবখালীর নিকটে)'' রুট চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

- প্রাক-যোগ্য ৪টি প্রতিষ্ঠান বরাবর ২/৯/২০১০ তারিখে Request For Proposal(RFP) ইস্যু করা হলে ২টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব দাখিল করে। এর মধ্যে কারিগরী মূল্যায়নে ১টি প্রতিষ্ঠান পাস করায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। জানুয়ারী'১১ নাগাদ বিনিয়োগকারীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব হবে।
- ১.৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাককলিত ব্যয় সম্বলিত পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থানে ২য় প্রকল্পের Preliminary Development Project Proposal (PDPP) গত ২৬/৮/২০০৯ তারিখে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।
- ৪৬৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত Preliminary Development Project Proposal (PDPP) গত ১/৭/২০০৯ তারিখে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

- পিরোজপুর-ঝালকাঠি সড়কে কচা নদীর ওপর প্রায় ১.৫০ কি.মি. দীর্ঘ বেকুটিয়া সেতু বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে Short listed প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা চূড়ান্ত করত: Request For Proposal (RFP) ইস্যু করা হলে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের কারিগরী মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্ত করত: সমীক্ষা কাজ শুরু করা হবে।

- ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে জাহাঙ্গীর গেইট-রোকেয়া সরণী এবং চট্টগ্রাম শহরে কর্ণফুলি নদীতে টানেল বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে Short listed প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা চূড়ান্ত করত: Request For Proposal (RFP) ইস্যু করা হলে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের কারিগরী মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্ত করত: সমীক্ষার কাজ শুরু হবে।

- কর্ণফুলী নদীতে টানেল নির্মাণে অর্থায়নের বিষয়ে কুয়েত সরকার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

- ''বরিশাল-ঝালকাঠি-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর সড়কে'' এবং ''পটুয়াখালি-আমতলী-বরগুনা-কাকচইড়া সড়কে'' সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ হিসেবে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে।

১৪। সেতু বিভাগের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম দেশের সুষ্ঠু ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র নিরসন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।